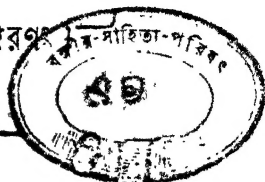


শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।



বুদ্ধ বৈবর্ত পুরাণান্ত গর্ত

শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত

উদ্ধব সংবাদ নামক গ্রন্থ ॥

গৌড়িয় সাধুভাবায় পরারাদি নানাবিধ ছন্দে
বিরচিত হইয়া

ইদানীং

৬/৫/৮ —

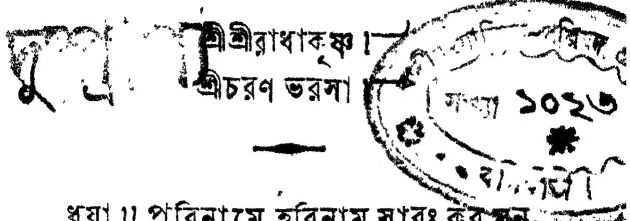
শ্রীশ্রীশঙ্কর পালের অনুমত্যানুসারে

কলিকাতা

কমলালয় যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ।

৩ নং ১২৬২ নং তারিখ ৬ আশ্বিন

| | |
|-------------------------------------|----|
| অথ গৃহ্যারম্ভঃ | ১ |
| অথ শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবে কথা | ৪ |
| উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন | ৫ |
| শ্রীমতী উদ্ধবে বাক্য বায় | ১৫ |
| অঙ্গদেবীর উক্তি | ১৮ |
| নৃদেবীর উক্তি | ২১ |
| চিত্রের উক্তি | ২৪ |
| বিশখ উক্তি | ২৮ |
| চম্পক নতার উক্তি | ৩১ |
| ননীতার উক্তি | ৩৪ |
| কৃষ্ণকালী উপাখ্যান | ৩৬ |
| রাধাকৃষ্ণের মন্ত্রণা | ৪১ |
| একত্রিংশত অঙ্করে রাধার স্তব | ৪৩ |
| কৃষ্ণকালী কৃপা ধারণ | ৪৬ |
| আয়ান কর্তৃক কালীর স্তব | ৪৮ |
| উদ্ধব প্রতি বৃন্দে দ্বিতীয় উক্তি | ৫১ |
| বৃষ্ণকাণ্ডারি উপাখ্যান | ৫২ |
| বৃন্দাবন হইতে উদ্ধবের বিদায় | ৫৭ |
| উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বৃষ্ণের সংবাদ দেন | ৫৮ |
| শ্রীকৃষ্ণের খেদ | ৬১ |



ধূয়া ॥ পরিণামে হরিনাম সারঃ কর মন
আমার । কোনছার কলেবর ভরসা কিতার
তংনমামি কৃষ্ণ চন্দ্র গোপইন্দ্র নন্দনং ॥
কংসারি কেশব নবনিস কান্তি সোভনং । জলদ
সদূস কূস পীতবাস পিন্দনং ॥ পুতুনা যাতক
বক হিড়ম্ব চ মন্দনং । চূড় বেড়া হার গুচ্ছ শীখি
পুচ্ছ বন্দনং ॥ নবনিত ভাণ্ডকর নটবর সুন্দরং ।
শ্রীঅঙ্গে চর্চিত শুসোভিত শ্বেত চন্দনং ॥ হে
গোবিন্দ অরবিন্দ নিন্দি তব চরণে । জয় রাম
বন্দে ছন্দে দেহি পদে শরণং ॥

অথ গুহারন্তঃ ।

ধূয়া । মথুরায় সুখে সখি নহে মন । বাকঃ
নটবর শ্যাম, ভাবেন অবিজ্ঞান; সুখ মর
বন্দাবন ॥ ৩২ ॥

পয়ার । দ্রজার সঙ্গে রঞ্জে পালক উপরে ।
 মনে ছিলেন কৃষ্ণ বিরল মন্দিরে ॥ পিকরব
 মাধব শুনিয়ে মূর্ছাগত । মনেহলো বুজ বালার
 লিলে খেলা যত । বিরহে অধৈর্য্য হৈয়া শয্যা-
 পরি হরি । উটলা গোপনে মনে পড়া রাধা
 প্যারিঃ ॥ ভাবেন বাহিরে এলো বসে অধমুখে
 জিয়সক এসে দেখা দিলেন সমুখে ॥ উদ্ধবে
 আদর ধরে দুই কর । বহু মৌঃ বলিয়া বশান
 বংশীধর ॥ উদ্ধব বলেন চিন্তা যুক্ত কেন । কৃষ্ণ
 কন যে কারণ তুমি কিনা জান ॥ চুড়া ধড়া পীত
 বাস তেজে দ্রজাবনে । প্রমে অনুরাগি যে রাধার
 মনে ॥ কোথা সে প্রিয়সী বৃক্ ভানুর হমারী ।
 নলিতে বিশখা কোথা বৃন্দা সহচরি ॥ প্রমাদ
 ঘটিল ভালো এলে মথুরায় । রাজ্যধন দেখে
 মন ভোলে নাক তার । অকারণ সিংহাসন রত্ন
 অলঙ্কার । চন্দ্রমুখি বিনে দেখি সব অস্বকার ॥
 বৃন্দাবনে রাধা রাজার কোটালি সেভাল । মথু
 রাতে রাজ্যস্পদে বিসাদে প্রাণ গেল ॥ বজের

পথের ধনি মাখিতাম গায় । দুখানল সকল শী
তল হইত তায় ॥ মথুরাতে চন্দনেতে স্নিগ্ধ না
হি হয় । বৃষভানু কন্যার কৃশানু তনুময় ॥ রয়্যা
রয়্যা মনে পড়ে শ্রীদামের শ্রীমুখ । কিবে হাশী
দিবে নিশী বুজেতে কি সুখ ॥ ধবলি শ্যামলি
কোথা ধেনু বৎস আর । সখাগণ কে কেনন অ
ছয়ে আগার ॥ আমি ছিলাম নন্দ রাণীর নর-
নের তারা । চক্ষে পলকে হতেন হারা ॥ অ
মার বিহনে প্রাণে কেমনে বাঁচিল । পিতা নন্দ
কেন্দে অন্ধ আছে কি মরিল ॥ প্রাণমন যৌবন
শ্রীমতি দিলে দান । তারে প্রাণে বধিলাম কি ক
ঠিন প্রাণ ॥ জঞ্জবন সাধারণ ধন হয়ে আছে । ব
জবালার লিলে খেলা ফুরাইয়া গেছে । উদ্ধব ক
হিছে বুজে হরি হারারোগ । সমল শ্রীকৃষ্ণ নাম
ওষধ প্রয়োগ ॥ অভি প্রায় বোঝা যায় দেখিতে
কে যায় । তুমি হে যাকর কৃষ্ণ তাই নোভাপার
বুদ্ধাদির বুদ্ধি সাধ্য বর্ণনা না হয় । মোক্ষ পাও
কৃষ্ণ নাম জয় রান কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধবে কথা ।

ধুরা । উদ্ধব হে তুমি যাও একবার শ্রীরাধার
 দ্রষ্টেতে । রাধে আছে কি মরিলঃ না জানি
 কিহলোঃ অলি দ্রলোঃ স্বরআঘাতে ॥ ৩৭ ॥

ত্রিপদী । উদ্ধবেরে সঙ্কোপনে, কৃষ্ণ কন কানে
 বৃন্দাবনে জাহ একবার । বহাদিন আসি আছি,
 রাজ্য ধনে ভুলে আছি; প্রাণে বাঁচি মুখ চায়ে
 কার ॥ গোপবৃন্দ ছিল যার; গোবিন্দ হইয়ে হা
 রা, তনু জ্বর প্রাণ অবশেষ ॥ কোনো দিগে না
 চাহিয়ে কারে কিছু না কহিয়ে, নদালয়ে করিবে
 প্রকাশ । বুঝিবে সবার মন, ভালবাসে কে কেমন
 ন; কে আপন কেবল করে দ্বেষ ॥ সবার চরিত্র
 দেখে; যশোমতী জননীকে বুঝাইবে হিত উপ
 দেশ । নন্দ উপনন্দ আর; আভিরির পরিবার,
 সবাকার সখাবে দ্রশল । সবারে প্রবোধ দিয়া,
 আমার বারতালয়, জানাইবে মঙ্গল মঙ্গল
 এই মতে বুজ পুরে, যথা যোগ্য সবাকারে, বল
 আশীর্বাদ নমস্কার । দুজেরা ধরা রসবতী; করি

যে মিনতি স্তুতি, এই পাঁতি করে দিল তাঁর ॥ ভা
গ্যা ছিল ভেঙ্গে গেলো, রাখারে বৃদ্ধ হই যলো
চিকন কালে। চিহ্নিত তোমার । রাখার প্রেম ধ
রিতে, বিকায়েছি দাসখতে, নলিতে বিশখা
সাক্ষি তার ॥ রাখাদ্রুঞ্জে রজনীতে, হস্ত দিয়ে ম
স্তকেতে; রাখা প্রেমে করি সত্য 'পণ'। যেখানে
সেখানে রই, জানি না শ্রীরাধা বই, ছাড়া নই
রস বৃন্দাবন ॥ শ্রীদাম সুদাম আর; বুজ শিশু
সবাকার, সমাচার আনিবে সকল । বুঝিবে ম
বার মন, দেখিবে সে বৃন্দাবন, আছে কেমন
বেহারের স্থল । চিত্রে চিত্র রেখা আদি বুজঙ্গনা
গণে যদি, অভিমানে কোন কথাকয় । ইহীমানা
বিরূপতাহে, মনের আলাতে কহে, ভার সহে
ভারি যেবা হয় ॥ এই কথা বল্যা কয়ে, উদ্ধবে বি
দায় দিয়ে, চলিলেন ছজার আলয় । ময়ি দিন
দন্তসানে, রেখো২ শ্রীচরণে, স্বকরুণে জয়রাম কয়

উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন ।

ধূয়া ॥ চল বৃন্দাবন; শ্রীরাধা চরিত, দরশন,

যদি বাঞ্ছা থাকে । পরম বুদ্ধ ময়ি তিনি, বুদ্ধ
শল পাণি, চিন্তামণি আদি চিন্তে জাঁকে ॥

পয়ার । শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্ম বন্দিয়ে মস্তকে
চালাইয়া দিল রথ বৃন্দাবন মূখে ॥ ত্বরিত গমনে
গেল যমুনার তীর । অটব্যা উতীর্ণ হইল আ
নন্দে অস্থির ॥ পথে যাইতে উদ্ধব বিচার করে
মনে । বৃন্দাবন বাসীগণ দেখিব নয়নে ॥ দেখিব
ভাণ্ডুর বন নিঃশঙ্ক কানন । কৃষ্ণভক্ত গণেরে ক
রিব দরশন ॥ দেখিব শ্রীদাম আদি বৃদ্ধ শিশুগণ
যশোমতী নন্দেরে করিব নিরীক্ষণ ॥ এদেহ প
বিত্রহবে জনম সফল । নিরুখিব কমলিনীর চরণ
কমল ॥ ভাবিতে পথে করিল গমন । নন্দের
দুয়ারে রথ দিল দরশন ॥ ব্যস্ত হয়ে দেখে যাইয়ে
বৃদ্ধবাসী সব । অবয়ব মাধব আকৃতি সে উদ্ধব
নাহি কিছু ভেদাভেদ অভেদ আকার । নন্দের
চরণে আসি কৈল নমস্কার ॥ কৃষ্ণ ভেবে উদ্ধবে
কোলেতে কর্যা কয় । বলে কৃষ্ণ তোমার এমন
কঠিন হৃদয় ॥ ঘরে মরে নন্দরাণী ! আমি মরি

গোষ্ঠে । বিষুবয়ান না দেখিয়া প্রাণ-কেন্দ্রে উঠে
 দেখ এসে নন্দরাণী আনন্দ উদয় । হারাধন কৃষ্ণ
 ফিরে এলো নন্দালয় ॥ এলোথেলো কেশ বেশ
 পাগলিনীর প্রায় । নন্দরাণী কেন্দ্রে বলে কোথা
 কৃষ্ণ আয় । উদ্ধব বলেন-মাতা কৃষ্ণ আমি নই ।
 শ্রীকৃষ্ণের নফর নিকটে সদা রই ॥ পাদুকা প্রস্তু
 ত করি থাকি আজ্ঞাকারি । অনুগৃহ করে সখা ব
 লেন শ্রীহরি ॥ বুজের মায়াতে কৃষ্ণ সর্বদা চঞ্চল
 পাঠাইলেন সুধাইতে মঙ্গল । মঙ্গল ॥ রাজ্যধনে
 ধৈর্য্য নাই বলেন এই কথা । কেমন আছেন
 পিতা যশোমতী মাতা ॥ আসিবেন বৃন্দাবনে
 গোবিন্দের মন । রাজ্য কার্য্য সমস্ত দিবস ব্যস্ত
 রণ ॥ যশোমতী বলে যদি আমার কৃষ্ণ হতো ।
 ত্যজে রাজ্যশত কার্য্য এসে দেখা দিত ॥ দেবকী
 জননী তার বসুদেব পিত্তে । নন্দালয়ে এসেছি
 ল সকার্য্য সাধিতে ॥ সে কেন আমার হবে আ
 মি কেবা তার । এতবলে পড়ে রাণী করে হাহা
 র ॥ ধরিতোলে উদ্ধব বয়ানে দেয় জন । রাণী

বলে প্রাণকৃষ্ণ কবে পাব বল ॥ প্রবোধ না মানেন
 রাণী ধরণী লোটার ॥ অশ্রুজলে নন্দের সর্বাঙ্গ
 তেমে যায় ॥ গৃহেতে তিষ্ঠিতে নারি যড়াতে যাই
 গোষ্ঠে ॥ বুজবালকেরে দেখে প্রাণ কেন্দ্রে উঠে
 কৃষ্ণ হারা তনু জ্বর পুণে মরা সব ॥ কি দেখিতে
 কি সুধাতে এসেছ উদ্ধব ॥ যশোদারে সান্তনা
 করিয়ে প্রাণ পণে ॥ বসাইলেন উদ্ধবেরে উত্তম
 আসনে ॥ সুবাসীত নীরে করে পদ প্রক্ষালন ॥
 যথা বিধি সঙ্ক্ৰা আদি কৈল সমর্পণ ॥ বসিলেন
 উদ্ধব আদরে পরিভোষ ॥ মিষ্ট অন্ন সহস্রে ঘো
 গায় নন্দ ঘোষ ॥ আঁচমন মুখ শুদ্ধি কৈল সমা
 র্পণ ॥ অপূর্ব শয্যাতে সুখে করিল শয়ন ॥ নন্দ
 যশোমতী আসি বসিলেন পাশে ॥ কৃষ্ণের দ্রশ
 ল কথা যশোদা জিজ্ঞাসে ॥ নন্দরাণী বলে বা
 ছা আমার দিব্য লাগে ॥ যে কথা জিজ্ঞাসা করি
 বল আমার আগে ॥ মথুরাতে কি সুখেতে অা
 মার কৃষ্ণ আছে ॥ কখন হলে মা বলে দাণ্ডায়
 কারকাছে ॥ যখন আসিত কৃষ্ণ ননী দেমা বলে

গৌরবে অধৈর্য হয়ে করিতাম কোলে ॥ বিধু
মুখে চুষ খেতেম ভারিতাম অন্তরে । আমা সমা
ভাগ্যবতী নাহিক সংসারে ॥ হতভাগ্য হারা
ইলাম সে নিল রতনে । তবেবল কিসয়ে বঞ্চিত
বন্দাবনে ॥ যে পথে গিয়াছেন কৃষ্ণ অক্রুরের
রথে । অভাগি যশোদার প্রাণ জাদ্দ সেই পথে
এতবলে ধরা তলে পড়ে নন্দরাণী । উদ্ধব কাত
রে ধরে চরণ দুখানি ॥ কেনমাতা যশোদে বি
ষাদে ত্যজ প্রাণ । দেখে দেখি একবার মুদিয়া নয়
ন ॥ খড়াপরে চুড়াবান্ধা বন মালা গলে । দেখা
পাবে শ্রীকৃষ্ণেরে হৃদয় কমলে ॥ রাণীবলে সদা
কৃষ্ণ করিতাম কোলে । সে সাধ পুরিবে কিসে মা
নসে দেখিলে ॥ দধি দৃষ্ট নবনী মাখন ফির স্বর ।
মাগিত প্রাণের কৃষ্ণ যুড়ি যুগল কর ॥ মূনি ঋষি
গণে আমি বলিত সদাই । হে যশোদে তোমার
ভাগ্যের সিমানাই ॥ কি সাধনে কৃষ্ণধনে পাই
য়াছ কোলে । আনন্দে ভাসিত অঙ্গ নয়নের জলে
দেবকী রহিল দেখে সে সুখ সম্পদ । কিরেনা আ

ইল কৃষ্ণ করে কংসবধ ॥ কয়ে ছিলেন কর্ণ মুনি
 কর্ণেতে আমার । কংসধ্বংস করিতে শ্রীকৃষ্ণ অব
 তার ॥ এক্ষণে হইল বোধ অবোধ নন্দন । জানা
 গেছে বিশেষ কথা করিয়ে গোপন । কংস ধ্বংস
 কারা মাত্র উপলক্ষ তার । বুজপুরী বধিতে
 শ্রীকৃষ্ণ অবতার ॥ কংসের সংহার তার অভিলাষ
 নয় । জালায়েছে হুতাশন বৃন্দাবনময় ॥ বুজবা
 নী ভস্মরাশি করে দুঃখানলে । পলায়েছে মাখ
 ন চোরা মথুরা মণ্ডলে ॥ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ধনে
 কবে পাব আর । সাজাব মনের সাধ শ্রীকৃষ্ণে
 আমার ॥ আঁকা বাঁকা ছাঁদে বেদে মোহনি এচুড়া
 কাকে করে লয়ে যাব গোপীকার পাড়া । এমন
 সুদিন পুনঃ হবে কি আমার । অশ্রুজলে ভেষে
 চলে অঙ্গের দূধার ॥ করে ধরে উদ্ধবেয়ে কহে
 নন্দরাণী । দেখাও সে কৃষ্ণানে বৃন্দাবনে আনি
 মাখন চুরী করেছিল এই অপরাধে । রেখেছি
 লাম শ্রীকৃষ্ণেরে দৃঢ় করে বেঁধে ॥ একেত অবলা
 তাহে গোপের অঙ্গনা । আমি কি বুঝিতে পারি

কৃষ্ণের করুণা ॥ একদিন করেছিল মৃত্তিকা ভক্ষণ
 গোদ্বলে সকলে জানে নহে সে গোপন ॥ মন
 দুঃখে দুইকর ধরে বাম হাতে । উঠাইলাম জঙ্গী
 কৃষ্ণ প্রহার করিতে ॥ কেঁন্দে কৃষ্ণ বলে, মাগো
 মেরোনা আমাকে । বুজ পোপার মিথ্যা কথা
 না খাই মৃত্তিকে ॥ সযনে বদনে বহে রোদনের
 ধার । দেখাইল বিধুমুখ করিয়া বিস্তার ॥ অনন্ত
 বুঝাও দেখি কৃষ্ণের উদরে । অভাগিনী চিনিতে
 নারিলাম তবুতারে ॥ একদিন রেখে ছিলাম উ
 দ্বলে বেঁধে ॥ কৃষ্ণের বুজ লীলে হইল যে স্ম
 রণ । কোথা কৃষ্ণ বলে রাণী করিছে রোদন ॥ উদ্ধ
 ব বলেন মাতা ত্যজ শোক মন । দেখাপাবে
 পুনর্বার তোমার কৃষ্ণধন ॥ রাণী বলে কবে এম
 ন হবে সুপ্রভাত । দিব্য কর উদ্ধব আমার শিরে
 দিয়ে হাত ॥ উদ্ধব বলেন মাতা মত্যা অঙ্গিকার
 ক্রীকৃষ্ণেরে তোমাতে দেখাব একবার ॥ এইমতে
 সান্তনা করিয়ে নন্দ রাণী । কহিতে কথ্য প্রভা
 রজনী ॥ পুভাতিক কর্ম ধাম করে গমাধান । স

বে বায় যমুনায় করিবারে স্নান ॥ উদ্ধব বসিল
 বংশি বটের নিকটে । উপনীত গোপীগণ সেই
 কেশী ঘাটে ॥ মাধব স্বরূপ রূপ দেখিয়ে উদ্ধবে
 দুরে থাকি যত সখা মনে ভাবে ॥ এত দিনে
 বৃন্দাবনে ফিরে আইল হরি । বৃন্দে বলে কি
 আনন্দ চলি হেরি ॥ চিত্ররেখা বলে যদি হতো
 বংশিধারি । থাকিত বিনোদ চূড়া মোহন বাশ
 রী ॥ রাখার সখা অঙ্গ বাঁকা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে ।
 গেল দেখা এ যে বাকা নহে কোনক্রমে ॥ দুতি
 ঋয়ককনয় হবে কেহ অন্য । এতক্ষণি কমলিনী
 ধরা দেখে শূন্য ॥ পড়ে শূন্য বৃন্দারণ্য বেহারে
 র স্থল । সুখাইয়ে শীর্ণ হইল ক্রীমুখ মুণ্ডল ॥ রা
 ধা বলে মাধবের কৃষ্ণ কোথা গেল ছেড়ে । এত
 বলে শোকাঙ্গলে ধরা তলে পড়ে । ধরাধরিকরে
 ধরে তোলে গোপীগণ । বৃন্দে বলে চন্দ্রমুখি
 হইল এ কেমন । ময়ুর পাখের পাখা জলে ভি
 জাইয়ে । নসিতে বাতাস দেয় নৈরাস হইয়ে ॥
 কেহ বলে ষেঁচে আছে কেহ বলে নাই । কেহ

বলে রোগ পীড়া সকলি কানাই ॥ কেহ বলে
 মর্ছাবাই আর কিছু নয় । বিশখা বলিছে দেখ
 ভাগ্যেতে কি হয় ॥ হাত ধরে দেখে শোকে যায়
 গডাগডি ॥ অঞ্জলি জল দিতেছে মাথায় । কে
 হ বলে কমলিনীর স্বস্থানে নাই নাতি ॥ অঞ্জলি
 অঞ্জলি জল দিতেছে মাথায় । কেহ বলে মলো
 রাধে কৃষ্ণ প্রেমের দায় ॥ হতাশে চৈতন্য গে
 ছে পড়ে আছে ভূমে । ষোলকলা পারি পূর্ণ সুব
 র্ণ প্রতিমে ॥ কোথা কৃষ্ণ বলে চলে পড়ে রাই
 কপসী । হুঞ্জে যেন অকস্মাৎ পাত হৈল শশী ॥
 উদ্ধব আশ্চর্য্য দেখে অন্তরে দাণ্ডায় । রত্নবৃক্ষ
 পড়ে যেনমূল উপাডিয়ে ॥ কোলেকরে রাধারে
 সাদরে গোপীগণ । আশাদানে কণ্ঠেএনে বসায়
 জীবন ॥ হতবুদ্ধি উদ্ধব দেখিয়ে রাধার ভাব । ম
 নে ভাবে মাধবের কটিন স্বভাব ॥ অবিষ্টাম কৃষ্ণ
 নাম জপে কণ মূলে । চৈতন্য কপিণী সচৈতন্য
 হয়ে বলে ॥ উদ্ধবের আগেতে আসিয়ে গোপা
 গণ । কৃষ্ণের বারতা কথা সবার মন ॥ প্রকারে

জিজ্ঞাসা করে বৃন্দানায়ে দতী । কি নাম ধরহ
কহ কোথায় ধমতি ॥ কে পাঠানে বৃন্দাবনে কি
কারণে এনে । তোমারে জিজ্ঞাসা করে গোপীকা
সকলে ॥ উদ্ধব বলেন আমি শ্রীকৃষ্ণের দান । উ
দ্ধব আমার নাম মথুরাতে বাস ॥ কংসেরে বধি
য়ে দিয়ে উগ্রসেনে হত্ন । রাজকাষ্য বিমর্ষ দিব
স কিবা রাত্র ॥ ভাবে মনে বৃন্দাবনে আছে কে
কেনন । চন্দ্রমুখি চিন্তিয়ে বিবর্ণ হৈল মন ॥ বলে
সদা কোথা রাখা রঞ্জিনী আমার ॥ পাঠাইলেন
গোদলে জানিতে সমাচার । কমলিনীর কটাক্ষ
প্রভাব লাভ দেখে । জানিলেন ভাবে এই হবে
শ্রীরাধিকে ॥ রাখারে প্রণাম করে কহিছে উদ্ধব
সর্ব সুকঙ্কলে আছেন তোমার মাধব ॥ রাজ্যধন
সিংহাসন তাহে নহে মন । সদা মনে বৃন্দাবনে
কে আছে কেমন ॥ যত্ন করে আমারে পাঠালেন
বংশীধারী । শুভাশুভ কি তব স্বরূপে কহ প্যারী
জয় রাম দ্বিজ কয় ওহে নারায়ণ । না জানি ভক
তি স্তুতি গতি ও চরণ ॥

শ্রীমতী ও উদ্ধব বাক্যব্যয় ।

রাগ ঝাঁজিট তাল বৃন্দাবনি আড়া ।

ধূয়া । উদ্ধব কণ্ঠে মাধবের সমাচার । শ্যামের
কেমন বাজত, কতো বা মহত, কেমন
বসিভত হাজার ॥

ত্রিপদী । শ্রীমতী কল্পনা করে; কহিতেছেন উদ্ধবেরে,
নটোবরে কহ সমাচার । যাহেনা সে সমি
রণ, নাচেনা ময়ূরী গণ; বৃন্দাবন দিবসে আঁধার
জঞ্জবনে রাখানাথ; আমার মস্তকে হাত, দিয়ে
করেছিলেন সপাত । বলে ছিলেন বিধু মুখে, ছা
ডানছি রাখিকাকে, হুঞ্জে লিখে দিয়ে দাস খত
লীলাখেলা কোথা এখন, শূন্য পড়ে জঞ্জকানন
মদন মোহন হইলো হাজার । মেনিশী পোহাবে
কবে; বুজে লয়ে সে মাধবে, গোপী সনে বাড়া
ইলে ভাব । সে ভাব ভঞ্জন হলো; দেখ কোথা
কে রহিল, আমার কলঙ্ক হলো লাভ ॥ বংশ
রাজার দাসী এসে, অর্দ্ধ সিংহাসনে বসে, বর্দ্ধ
বাজে লোকে যখন কহে । আমার কৃষ্ণ আমি

জানি, হুজ্জা হৈল আদরিণী, কমলিনীর প্রাণে
 কত সহে । গৃহেতে রহিতে নারী; মনে পড়ে
 বাঁকা হরি; মণপুরী গোদল মণ্ডল । নয়নে সম্বর
 বারী; ভেবে হরি প্রাণহরি; কোথা হরি সত্যক
 রে বল ॥ রাখার অগ্নিতে এসে; উদ্ধব করুণা ভা
 ষে, বাক্যে তোষে করে ষোড় কর । কৃষ্ণ বিলা
 দিনী স্তমি, শ্রীকৃষ্ণ পুনের পুনি, ভূত্য আমি জা
 নি পূৰ্বাপর ॥ কানু রাখা রাখা কানু; উভয় অভে
 দ তন; বৃষভানু হুমারী শ্রীরাধে । যখন বাসনা
 হবে, নানসেতে নিরখিবে; দেখাপাবে সেই
 কালাচাঁদে ॥ রাখা বলেন হে উদ্ধব, কিজানাবে
 জানি সব, সে নাথব হুজ্জ ছাড়া নয় । তবে পশু
 পক্ষ গণে, চাহিয়ে মথুরাপানে; কি কারণে
 উদ্ধব মুখে রয় ॥ দাগুইতেন চিকন কালা, আ
 লোকরে কদম তলা, বুজ বাল্য হেরিতাম তায় ।
 গলে দিয়ে বনমালা, করিতাম কত খেলা; এছা
 লা মানসে কি সে যায় ॥ এক দিন সে কালিয়ে
 আসি বলে আসাদিয়ে, বলে করে না আইল

আর । চন্দ্রাবলি পথে পেয়ে, রেখেছিল ভুঙ্গা
 ইয়ে, কাটে হিয়েশুনে সমাচার । রোদনে রুজ
 নী গেল, প্রভাতে চিকন কাল; জপে এল এলথে
 ল বেশ । কোথা বাঁশী পিতৃহৃদ, কোথা বা মো
 হন চুড়া, গুঞ্জছড়া বেড়া চাচর কেশ ॥ আমি ছি
 লাম মানে বসে; শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে এসে, বাক্যে
 তুষে না ভাজিল মান । রোদনে বদন ভারি, কে
 ক্ষে কহে বংশীধারি, চাহ প্যারি ভুলিয়া বয়ান
 অভিমান মূক হয়ে, শ্যামের পানে না চাহিয়ে
 দিলাম থিয়ে মান তরঙ্গেতে । কৃষ্ণ হয়ে কণ্ঠধার
 সেমান তরঙ্গে পার; করেছিলেন রাধার পুমে
 তে ॥ মনে ভেবে ছিলাম, কাল চাঁদের দাসী
 হলেম, রেখেছিলেন করে ধরে চাঁদ । গোপনে
 তে ক্রমে, মজেন ছিলেম কৃষ্ণ প্রেমে; এত প্রেমে
 না পুরিল সাধ ॥ কৃষ্ণ হারা দুঃখানলে; অবিরত
 অশ্রুজলে; ভেসে চক্ষে অঙ্গের দুধার । উদ্ধব ক
 রুণা ভাবে; আসিবেন এ আশ্বাসে, বাক্যে তো

যে অন্তরে রাধার ॥ কমলিনী মনে ভাবে; অ
 মার হৃৎপ্তে কবে, সে মাধবে আনিবে উদ্ধব ।
 করেতে মোহন বাঁসি, দাঁড়াবে নিহুঞ্জ আসি;
 কাল শশী রাধার মাধব ॥ উদ্ধব কহিছে তব;
 নটবরে এনেদিব; কেন ভাব কমলিনী রাই । হ
 জ্ঞার কি সোহাগে, রাধার প্রম দিলে ভেঙ্গে, ক
 বো আগে মথুরাতে যাই ॥ রাধাবলে হলো২,
 করিবে হিত জানাগেল, চিকন কাল কার বাধ্য
 নয় । উদ্ধব ভাবিছে মনে, কৃষ্ণ হারা এ আগুণে
 মানে২ বেঁচে গেলে হয় ॥ কৃষ্ণ রক্তরস নিলে; বর্ন
 না করিতে গেলে, কোনকালে পরিমে না হয় ।
 রাধারে পশ্চাৎ করি; অঙ্গদেবী সহচরি, ভক্তি
 ভাবে উদ্ধবেরে কয় ॥ কে আশিতে সেধেছিল,
 কেন সে চিকন কাল, বুজে এলো ঘটাতে প্রমা
 দ । ভেবে অন্নরাম বলে, কেহনাই ভ্রমণে, চ
 ত্রণ তলে রেখে। কালাচাঁদ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনা ও অঙ্গদেবীর উক্তি ।

ব্রাগ মল্লার তাল পঞ্চ সওয়ারি ।

ধূয়া । রাধার রৈলমনে২ জাগিয়ে, দিয়েগেল
 ছঃখ যত নন্দসুত কালিয়ে, রাজার নন্দিনী
 রাধে, তনুতাজে পরিবাদে; ডুবোছে কলঙ্ক
 হুদে, কাঙ্ক্ষাচাঁদের লাগিয়ে ॥

পরার । ধরেহাত পাশ্চাৎ করিয়ে কিনোরিকে
 কহিতেছে অঙ্কদেবী উদ্ধব সম্মুখে ॥ এত মুখে
 গোবিন্দের গুণ কবকত । ছলে অঙ্গি গলে দেন
 পেলে অনুগত ॥ নাকি তার শ্রীরাধার দেখহ দু
 র্গতি । কানাভেবে কালিবর্ণ হয়েছে শ্রীমতী ॥
 নিদারুণে সমর্পণ করে মন প্রাণ । দ্রবশেতে গো
 দ্রলেতে লুকাতে নাই স্থান ॥ জটীলে দ্রটীলে
 তিলে২ করে ব্যঙ্গ । নয়নের নীরেতে নিয়ত ভা
 বে অঙ্ক ॥ একেত ত্রিভঙ্গ অঙ্ক বাঁকা স্বাভাবিক ।
 বাহিরে কি বাঁক২ অন্তরে অধিক ॥ প্রাণমন যৌ
 বন মঁপিয়ে রাজাপায় । রাধার দুর্গতিএত হাস
 হাস ॥ সোণার প্রতিমা রাধা পুর্ণিমার শনি ।
 প্রাসীয়াছে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ রাহু আগি ॥ কমলি
 নীর সঙ্গে প্রেম ঘটনা নয় । কয়েছিলেন কি

কথা শরৎ কিছু হয় ॥ সুধাইবে সে মাধবে করি
 য়ে মিনতি ॥ আশায় রাখিবে কি প্রাণ ত্যজিবে
 জীমতী ॥ না জানে চান্তরি প্যারী সরল স্বভাব
 বোধ হীনে বধে প্রাণে হবে কিবা লাভ ॥ সুরপ
 তি যখন করিয়ে ছিল কোপ ॥ সমূলে নিম্নল এ
 গোঙ্গল হৈত লোপ ॥ বাঁকা হরি গিরিধরি করে
 ছিলেন রক্ষে ॥ ভেবে তাই আছে রাই বিদায়
 অপিক্ষে ॥ বৃন্দারণ্য সামান্য অরণ্য হয়ে আছে
 জীরাধার প্রাণাধার হজার কাছে ॥ একবার দে
 খা আর পাবকিনা পাব ॥ সুধাইবে সে মাধবে
 শুনহে উদ্ধব ॥ ঘরে২ রাধারে গঞ্জন করে সব ॥
 কৃষ্ণ পরিবাদে রাধের গিয়াছে গৌরব ॥ কেমণী
 মোহিনী জানে হজা সুন্দরী ॥ কমলিনী অন্যে
 রে করিয়াছে চুরি ॥ কেননে চোরের মন করিল
 হরণ ॥ নাজানি হজারাগী রনিকা কেমণ ॥ গুণে
 র নাহিক শেষ বরেন তরণ হজাইতে রাধার অ
 ধিক নয় গুণ ॥ রাজা বাঁকা সোজা অঙ্গ নাজরে
 কেন রাণী ॥ কৃষ্ণপ্রেমের প্রিয় কিমে হবে কম

লিনী ॥ রাজার হুমারী প্যারী সোজা দেহ মন
কালচাঁদের প্রয়োজন বাঁকা একজন ॥ বহুভা
গে মযোগ্য মিলেছে উভয় । উদ্ধবসংবাদ গ্রন্থ
জয় রাম কর ॥

সুদেবী উদ্ধবের কথা ।
রাগিণী ঝিড়িট তাল খয়রা ।

ধূয়া : প্রাণ মম উচাটন নাহেরে চিকন কাল
কি করি উপায় প্রাণ যায় সহেনা জালা ॥
নিল নলিনী, জিনি বরণ খানি; রাধা কমনীর
কণ্ঠে মালা ॥ প্রঃ ।

ত্রিপদী : সুদেবী নামে সখী, যেন রণ রণমুখি,
পূর্বদিশে থাকিকর । ভানে অশ্রুজলে; বদন ক
মলে; রোদনের ধারা বয় ॥ একি ভজিভার, দে
খহ উদ্ধব; অল বাঁকা সুধুনয় । অন্তর বাহির
বাঁকা নটবর, কবেকার বশরয় ॥ হৃজার ভাবে,
যদি লোভে তবে; রবে দিবে চারি ছর । রাধা
বন্দাবনে, মজেছিল মানে, করে বিস্তর আশয়

রাধার অধিকে, প্রমিকে রসিকে, ভূতলে নাহি
 ক আর । সে রাধা সুন্দরী, দিয়ে প্রেমডুরি, বাঁধি
 য়াছে কতবার । না পারে রাখিতে; বঠ স্বভাবে
 তে, কাটে পিরিতের ডোর । বলো হৃৎকারে,
 রাখিতে কে পারে, কমলিনীর মনচোর । আমা
 দেব প্রতি, দিয়ে অনুমতি; যদি আশ্রয় করেন রা
 ই । উঠে গোপীগণে; ক্রুরিত গমনে; মথুরা ভূ
 বনে যাই ॥ বেঙ্গে দৃঢ়ীকরে, আনিব নাগরে;
 রাখিতে কে পারে তায় । লিখে দিয়ে খত, হয়ে
 ছে বিক্রীত; পলায়ে বুবে কোথায় ॥ কংসাসুর
 ভয়ে; গোহ্মলে আসিয়ে, লুকায়ে কাটিল কাল ।
 ব্রজ নটবর; নন্দ ভূপালের; চরাত খেনুর পাল
 রাজার নন্দিনী, অতি আদরিণী, হ্রলের কামি
 নী তায় । গোপধন রক্ষকে, মজে শ্রীরাধিকে, মন
 দুঃখে প্রাণযায় ॥ দেখে কালরূপ, ভ্রমরা স্বরূপ
 প্ৰেমেতে মজিল রাধে । অভিনায়ে আসি, মর
 ণের কাঁশি; গলেতে পরেছে সাধে ॥ ঘটেছে
 প্ৰমাদ; গেছে কালচাঁদ; বিচ্ছেদ ঘটেছে প্ৰেমে

কমলিনীর পুণ, যুড়াবার স্থান; বুজে নাহি কো
ন ক্রমে ॥ মথুরা ভুবনে, জাব গোপীগণে, অ
ভিলাষ মনে আছে । ভূপতি হইয়ে; কলে ছাড়া
ইয়ে, উঠাইয়া দিয়াগাছে । বৃজবাসীগণ ত্যজি
ল জীবন, করেপান বিষজল । কালিয়ে দমন;
করে কৃষ্ণ কেন, বাঁচালে পুনঃ সকল । সেই দাবা
নল, গোহলে ঘেরিল; নিস্তার না ছিল পায় ।
দাবানল পান; করে পুনকেন, পুণদান দিল তা
য় ॥ বিষ বৃক্ষ কাপে, তারে কোন কাপে, ছেদ না
না করে জ্ঞানি । বৃজবাসী যত, কৃষ্ণের আশ্রিত,
অন্যরে নাহিক জানি ॥ বলে মুনিগণে, শুনে
ছি পুরাণে, যতঃ উপদেশ । যে পাড়ে পাথারে
হরি নাম করে, তার দুঃখ অবশেষ ॥ দিবস রজ
নী; রাধা কমলিনী; হরিঃ বলে কান্দে । সে কাল
জটীল, নাহি দেখাদিল, বিষাদে মরিল রাধে ॥
সর্ব পাপে তরে, সঙ্কটে না মরে; দুখহরে হরি
নামে । হরিগুণামৃত; পুথি সংহীত, বিরচিত
জয় রামে ।

চিত্রে সখির উৎসব ।

ডাল খররা রাগিনী বিজিট ।

ধুরা । কহি মিলার দেরে নব নিরদ বরণ, নন্দ
কি নন্দন, গোপী মোহন মনোচোরে ॥

হিন্দ । চিত্রে সখি চিত চঞ্চল ছেরই অঞ্চলে
টপাই মুখ মানভরে নাই মাধবে নিন্দিই মান
ভেইতখ ॥ আভিরি নলনা প্যারি তেরি বদন হে
রি জন বধুন কোডেরোই ॥ বিধবিনিয়া সঙ্গ ত
নুতো । ত্রিভঙ্গ রংমে মিলার রংবানী বন্ধে বন
গেই উদ্ধবো ক্যাকরবো কনকিনী । কহিয়ে উদ্ধব
তেরে কানকো বৃষভানু দমারা বিয়গে তোহরি
নবেজান ভেই জান কো যোপ্যারী লাগি দণ্ড
বিয়োগি ভেরা যোগি লল্লট কানু । যোরাধা না
নকো নিদ্রা ধাবকো বেনুবাদ পুরে বেনু । রাধা
রাজনকি বৃন্দাবনকি কোতালি কিয়াতেরা সু
প । লেখদিয়া খতনে সাজালে গাহতামে অব
কাহে ভাবহি বিকণ । এহি ধরমকে খোড়াকরম
মে গেই বংশপুরা । রাধা রাজা জিকে কোতালি

কামলেক রাজটি মিনারা ঠাঙ্গরা । ভাসাভেরা
 ভালভাই বড়া কহচলা নাহি চাহে রাই সানি
 কি কশল । এহির মরধমে হজা সংমে ত্রিভুজতো
 ভেরা চলো মরন ॥ ফাঁকি দেকৈ গিয়া কপট কা
 গিয়া ক্যাছারস বিল । যমুনা তটমে কেয়ছা ক
 রটমে ফৌক দিয়া নন্দ ছলানা ॥ বুদাবনমে দহ
 তি দহনহে মহই গোপীগণ সব । ভোরভেই রং
 মে কিসরি সংমে টুট গেই নবভাব । বাঁকা নট
 বরকে চরণ নখরকে মাধনাসির মেরে চিত ।
 ভুলগেই তেরিনাম দিনহিন অররাম ক্ষীণ ভেরা
 দেহ মেরে নিত ॥

চিত্ররেখা মথির উক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের উৎসনা ।

রাগিণী বেহাগ রাগ তাল খেমটা ।

ধুরা ॥ কেননে সে বাঁকা নটবর । করে বাঁশি
 কাল শনি, প্রকাশে গোহলে আশি, তারে
 যে দেখেছে; সেই ভুলেচে ভ্রটিমে কি
 মনোহর ॥

পয়ার । চিত্র রেখা বলে সখা মাথাডুলে চাও
 নামের সখা বট দুট কখা করে যাও । শিরেতে
 মোহন ছড়া বাক্সা ছড়া গুঞ্জে । করে কাশী দিবা
 নিশী ভ্রমিত নিদ্রঞ্জে ॥ রাজকার্য্য কিরূপে করে
 ন কহ শুনি । লেখাপড়ার নকলসকল আমিজানি
 ভুরেভারে ভট্টাচার্য্য রাজ্য অধিকারি । দ্বজ
 হইল রাণী কাজালিনী প্যারি । বলেঃ মাধবে
 গৌরবে আছেন মর্ত্ত । দ্বজার নব পুমে নূতন
 পুর্বার্ত্ত ॥ ভালঃ সেই ভাল ভালাবাসি তাই । দ্ব
 জা দশলে থাক মরে মরুক রাই । শ্রীরাধিকে
 মাধবের নয়নের তারা । তিরেঃ পলকেঃ হতেন
 হার । বাকা নয়নেতে হেরেছিলেন কিশোরীকে
 রাধার পুেম মিথ্যাহো । পুেম গেল বেকে ॥
 বাকা নয়ন আছে কি হয়েছে এখন সোজা । কে
 মন ভঞ্জে তাবে ভুলেছে কজা ॥ আর এক ক
 খা বলি শুনহে উদ্ধব । মথুরায় যেতে চায় বুজ
 বাসি সব । বচনে ব্যাপিকে একাধিকে একজন
 বলে দিবে ননি চুয়ি গোষ্ঠে গোচারণ ॥ গোক

লেন নন্দের বাধা বয়ে ছিল শিরে । নন্দের কুমা
র হরি জানে বুজপুরে ॥ এখন আশ্চর্য্য শুনি
রাজ্য মথুরাতে । কে জানে দেবকী মাতা বসুদে
ব পিতে ॥ জানাগেল ভাল হৈল তাহে নাই ক
তি । পূর্বে কিছু পোম ধার দিইছেন শ্রীমতী ॥
সুদে লাভেসভাবে হইবে বহুতর । সেধারে উর্ধা
র কবে হবে নটবর ॥ দিনহ বাড়ে ঋণ ঋণের এ
রিত । করে ঋণ শ্রীরাধার নতন পিরিত ॥ পলা
য়ে রয়েছে গিয়ে মথুরা মণ্ডলে । দিব খত দস্ত
খত সভা মাঝে ফেলে ॥ বাকাহাতের লেখা না
ম চেরাকাটা সহি । বুজে কেটা এতগুণে গুণি
তিনি বই ॥ আনিব বিচারে জোরে ধরে শ্যাম
রায় । কুজার সাধ্যকি বিবাদি হয় তার ॥ পুৰী
ণ বয়েনী দাসী কপালী কেমন । তারে অভিনাষি
শশি দিবে বিসজ্জন ॥ এক নয়নের কোণে এক
জন লাগে । যোড়কর নিরন্তর থাকে তার আগে ।
উত্তম অধমইথে নাহিক বিচার । যে করে পিরি
তি এই রিতি জান তার ॥ কালকপে রাধার প

রাগ আছে বাঁধা । কুজিপোয়ে বুঝি বৃক্ষ ভুলে
 গৈছেন রাধা ॥ চিত্ররেখা, গোপীকারে রাখিয়া
 পশ্চাতে । বিশখা আনিয়া বলে উদ্ধব সাক্ষাতে
 রাধা কৃষ্ণ চরণ শরণ করি মনে । উদ্ধব সংবাদ
 ভাব জর রান ভনে ॥

বিশখা উদ্ধবে কথোপ কথন ।

ধূয়া ॥ মন ভুল মূলে দেখা দিলে কে বন্ধিন
 নয়ান । গিরে মোহন চূড়, পুরা পীতবড়,
 বাঁশীতে করে রাধার গুণ গান । পুন সে মাধ
 বে, কুঞ্জে পাব কবে; বড়াবে রাধার তাপি
 ত পূণ ॥

ত্রিপদী । বিশখা কপালী; রাগভরে আসি, ক
 হে উদ্ধবের আগে । বুজ পরিহরি, কত সুখে
 হরি; আছেন কি ঐশ্বর্য ভোগে ॥ রাধার সন্ধি
 নী; বিশখা গোপিনী; নাম ধরি গোকুলেতে ।
 যে রাজার রিত, হবে অবগত, বাঞ্ছা আছে ম
 নেতে ॥ শুনেছি সে দেশে, সৌন্দর্য বাছাসে;

বাক্য মিলে হয় সোজা । বাক্য অঙ্গ যচৈ, সোজা
 হয়ে গেছে, যেমন রাণী তেমনি রাজা ॥ দেখি
 একি রক্ত, অর্ঘ্যবক্র অঙ্গ, মধুপূরে সোজা হয় ।
 দেখে অসম্ভবঃ যেনেছি উদ্ধব, অতি আনন্দ উ
 দয় ॥ বুজি গোপাঙ্গনা, বৃদ্ধ কতজন; বাতে হয়ে
 ছে ত্রিভঙ্গ । লয়ে তাম্রভায়; গিয়ে মথুরায়; সো
 জা করে জানি অঙ্গ ॥ ইহার বিশেষঃ হিত উপ
 দেশ, রাজাকে সুধাবে জ্ঞানি । ভূপতি সন্ন্যাস, হ
 লে গোটাকত; উত্তর কি দেন রাজা । অঙ্গ সোজা
 হন, বাকচুরা মন, হাতে পারে কিনা সোজা ॥
 কঠিন স্বভাব, সহজে মাধবঃ নারীবধে নাহি ভয়
 কিছু ধন্যে মন দিয়েছে এখনঃ বাবহারে জ্ঞান
 হয় ॥ বামেতে কুজীঃ কপাটের কুজীঃ বসে অ
 ধ কলেবরে । তবে যে গোকুলেঃ তোমারে পা
 ঠালেঃ গোপনে মন্ত্রণা করে ॥ কেন কি কারণেঃ
 রাখা বলে মনেঃ ইলো চির দিন পর । না জানি
 কিছু লেঃ পাঠালে গোকুলেঃ তোমাকে করিয়া
 চর ॥ হরেলয়ে মনঃ করেছে গঙ্গমঃ বাক্য বন্ধন

নয়ান । পুন বুজ পুরে পাঠালে তোমারে হরি
 তে রাখার পুণ ॥ মাধবের সঙ্কেঃ মন গেছে র
 ক্কেঃ হইয় যমনা পার । গেছে রস লীলেঃ গো
 পীগণ মিলেঃ নিকুঞ্জ আসিনা আর ॥ আসন
 ভষণঃ করেছে গমনঃ ত্রিভঙ্কের সহিতে । বেচে
 গোপীগণেঃ আছি পুণেঃ দুখাণ্ডে দহিতে ॥
 ভাহাতে উদ্ধবঃ আগমন তবঃ কি ভাব বুঝান
 যায় । তুমি যে উদ্ধাঃ কৃষ্ণ অবয়বঃ সভাব তে
 নতিঃ প্রায় ॥ কার পুণ লবেঃ এসেচ কি ভাবেঃ
 কুজার হয়ে চর । কাল কপ হেরেঃ পারাণ সিহ
 রেঃ সিখায়েছে নটবর ॥ শ্যামের সমানঃ তুমি
 একজনঃ কাল কালবর দেখি । কাল কপ চক্ষেঃ
 না হেরে রাখিকেঃ কাল দেখে জলে আঁখি ॥
 যমনাতে গেলেঃ দুঃখানলে জলেঃ জলে জ্বলে
 নেভে নাই । এসে বুজপুরেঃ এই দশা করেঃ গি
 যাছে কাল কানাই ॥ কাল কপ হেরেঃ যেলভে
 ভাহারেঃ বিধাতা বিকপ হয় । নাকি রাখাপ্যা
 ব্রীঃ বজের ঈশ্বরঃ হয় রাম বন্দ্যাকর ॥

উদ্ধব চম্পক লতার সহিত কথোপকথন ।

বাগ কানেডু ! তাল আডু ! !

ধূয়া ! হরিনাম সঙ্কের সাথিঃ ভেবে দেখনারে
 ও মৃদুমতিঃ যেখানে সেখানে বইঃ জানিনা
 কীকৃষ্ণ বইঃ মরণে জীবনে নাই কৃষ্ণবিনেগতি
 পয়ার ॥ করপুটে প্রণমিয়ে কিশোরী চরণে ।
 কহিছে চম্পক লতা কপট বচনে ॥ নটবরে জি
 জ্ঞাসা করিবে এই কথা । কি শুনে করেছে হ্রজি
 কক্ষেরে বসতা । কংসের কিস্করী মরি কিসুন্দরী
 দূর্ঘে । শুনি আর চমৎকার হ্রজ ভার পিঠে ॥
 চক্ষুণে রসনা হীন দশনে বজ্জিত । ওষ্ঠেতে প
 ড়েছে নাশা হইয়ে নলিত । দেহ শীর্ণ অঙ্গ জীর্ণ
 অপূর্ণ নয়ন । চলেযেতে জানুতে নগনা হয় স্তন
 পূর্বেছিল কিস্করী সুন্দরী করেতায় । সিংহাসনে
 বাসে বসায়েরেন শ্যামরায় ॥ দাসী হলো শ্রি
 য়সী তার বাড়িল গৌরব । সাধারণ রাধার সাধ
 না উদ্ধব ॥ ভক্তিমে ত্রিতন্ত্র বাকা অঙ্গ শ্যাম রায়
 কেজানে অন্তরে বাকা পাকা ঘটতা য় ॥ কি মন্ত্র

৭। দিলে কাণে অক্রুর নামে খল । গেল চলে এ
 গোকুলে জেলে দুঃখানল ॥ বিরহে রাধার দেহ
 দহে ছুতাশন । কার মাধ্যমে দহম করে নিবা
 রণ ॥ ছিতাসনের সে ছিতাসে ত্রাণে নাশে প্রাণ
 কোথা মখা ভক্তি বাকা বন্ধিম নয়ান ॥ দাসি অ
 ভিনাষি কৃষ্ণ মথুরা ভুবনে । তবে আর এরাধার
 কি কাজ জীবনে ॥ কি সধাতে এসেছে বৃজের
 সমাচার । কৃষ্ণ বলে গোকুলে কুশল সবাকার ॥
 কৃষ্ণয়ার মখা তার দুঃখে কোথা । নির্দাণ অমন
 আর জালকেন নুখা ॥ কি কহিব বৃন্দাবনের ম
 জলামজল । কৃষ্ণারণ্যে শূন্য দেখে বিহারের স্থল
 যে অবধি গিয়াছে ব মদন মোহন । করিনাই কল্প
 বনে কুসুম চরন ॥ মোহি আহরণ বন কুসুমের
 হার । কৃষ্ণনাম অবিজ্ঞান ওষ্ঠে সবাকার ॥ গো
 ষ্ঠে গেলে কষ্ট বাড়ে হরি হারা শোকে । বিদ্যা
 নাম দেখে প্রাণ ত্যজে শ্রীরাধিকে ॥ কৃষ্ণবনের
 যত সুখ দেখই নচকে । পিক সব ত্যজে রব
 বনে আছে বৃকে ॥ মধুকর সুরবর নিকটে না যা

য় । অরবুন্দ মকরন্দ ছতাশে সুখায় । দিবানিশী
 বৃজবাসি চেষ্টাশী বিহীন । শোকাঙ্গন গোঙ্গন
 আঙ্গন রাত্রদিন ॥ দ্বঞ্জে অলি গুঞ্জয়েনা নাচেনা
 ময়র । শীর্ণ তনু বৎস ধেনু কানু নধুপুর ॥ কমলি
 নী আদরিণী রাজার নন্দিনী সরলা গোপের বা
 লা দ্বলের কামিনী ॥ শীর্ণ হলো সুখাইল সোণার
 বরণ । কোথাবা কিশোরী কোথা মদন মোহন ॥
 দাসি হলো প্রিয়সী শ্রীমতি হলো পর । বৃন্দাবন
 বিস্মরণ হলো নটবর ॥ বলো কাল নটবরে করে
 পরিহার । আছে কিনা আছে মনে নিদ্রা বেহা
 র ॥ নিধুবনে সাক্ষি এক দিন গোপীগণে । কা
 ন্দিয়া কুলিল আঁখি শ্রীরাধার মানে ॥ করে ধরে
 গোপিকার সেধে ছিলেন কত । তখন গোঙ্গলে
 ছিলে রাধার অনুগত ॥ দাসখতে বাক অঙ্গ বি
 কারে গিয়াছে । কি খত দিয়াছেন আবার দ্বজ
 র কাছে ॥ আছে কিনা পণ্ডিত সে রাজার সভা
 য় । বরঞ্চ আমরা এক বার যাব মথুরায় ॥ কেনে

দিব সেই খত সবার মনুখে । দেখাযাবে ছদ্ম
কেমন করে রাখে । দাণ্ডাব দোহাই দিয় রাধি
কা রাজার । যে রাজ্যে কোটালি করে এ ঐশ্বর্য
ভার । ॥ যদি বলেন মিথ্যা খত দস্তখত মিছে ।
ভারবই চেরাসই বুঝে কার আছে ॥ উদ্ধব বলে
ন আমি কুষের কিস্কর । ঠান্ডরাণী সঙ্গে ভৃত্য
কে করে উত্তর ॥ যদি কুষ নিকটে থাকিতেন এ
সময় । তবে পেতেন উত্তর ভৃত্যের সাধ্য নয় ॥
উদ্ধব এতক বলে করিল প্রণাম । কুষ গীণা পু
স্তক রচিত জয় রাম ॥

অশ্ব নলীত সখীর উক্তি ।

খুয়া । সপ্তেতে না জানি ; ওগো কুষ প্রেমের
এতজানা । রাজ হুমারী রাধাপ্যারী হবে বুঝে
র কাকালিনী ।

শ্লিপদী । বলিতে নলীত সখীর আখির নীর
নারায় । মানমেঘ ভরে, জন গোলাপরে, সুরধ
নী যেন বর ॥ ভীষণ ভঙ্জিয়া, আখি আরক্তমা
দেখি দিবাকর প্রায় ॥ ভাষা খরতর, চঞ্চল অধর

ব্যাপিকা গোপী সভায় । গোবিন্দে নিন্দিয়া; উ
 দ্ধবে ভৎনিয়া; বাহু পশারিয়া কর । মাতঙ্গের ধ
 ন; পতঙ্গে হরণ করে একি প্রাণেশ্বর ॥ রাজার
 নন্দিনী; রাধা কমলিনী, ভুলেছিল সে কানাই ॥
 দুজনে সন্মান, এহার কারণ, কিছুদিন শ্রম ছিল
 অজ্ঞা কি ভাবে, রাখিবে মাধবে, এমন কপাল
 কবে হৈল ॥ রাধার প্রেমতে, রাধা দিনে রেতে
 ছল বন্ধিম নটবর । রাধা যাকহিত, সেই আন্তা
 মত; অবিরত ষোড়কর ॥ রাধার পদতনে, কণ্ট
 ক কুটিলে; ব্যাথা পেতেন রাধা নাথ । ষা অ
 ঙ্গে যেন, শৈলের সমান, হৈত সে কণ্টকাঘাত ॥
 কৃষ্ণ বাদে, শঙ্কট দৃষ্টরে, রাধারে করেছেন র
 ক্ষা । বাধা রাধাপ্রেমে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে, শ্রীরাধা
 মস্ত্রতে দীক্ষা ॥ রাধার কারণ, কত প্রাণপণ, করে
 ছেন নন্দালয় । সে রাধা এখন; কোরে নিশিদি
 ন, সময়ে সকলি হয় ॥ চিকন কালিয়ে, কালী কপ
 হয়ে, রাখিল রাধার মান । জানে বুজবাসি; নে
 রাধা কপসী; কৃষ্ণ প্রাণের প্রাণ । কহিহে উদ্ধব

একি অসম্ভব; শুনালে আমার কানে । কিবা প্রা
য়োজন, মদম মোহন, কালী হৈল কি কারণে ॥
নলীতা কহিছে, কি শুধাই মিছে, গোবিন্দের
সেই কথা । যে লীলা মাধব; করিল উদ্ধব, শুন
তার বারতা ॥ কৃষ্ণের ভজিমা অসিম মহিমা, প
রিমা কি দিব আর । কখন কাণ্ডারি, যমুনার বা
রী; করিতেন পারাপার ॥ যখন যে দিগে মথু
রার বিকে; যাত্রাকারতেন রাই । রাখার কারণে
রস বৃন্দাবনে, করেছেন যত লীলা । ভাবিয়া স্নে
সব, বাসনা উদ্ধব, নাহিরব এই দলে ॥ শ্রীকৃষ্ণের
সনে, নিদ্রা কাননে, বসে একদিন রাই । নহে
সে গোপন, বুজবাসী গণ; বিশেষ জানে সবাই

অথ কৃষ্ণকালী উপাঙ্গ ।

আলঙ্কৃত, ধূরা । জানে কি মোহনি গুণমনি,
মহন বাশরিতে, মজাইলে জল বালা রৈতে
নারি জঞ্জতে ॥ বাশির ভিতর এতরস; বাশীর
রবে জগত বস, বাশীর দাসী হয়ে আমি গ
হন বনের মাঝেতে ॥ ধ্রুং ।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥ বন ভ্রমের মাল্য; গৌথে জত
বজ্রবাণ, দিয়া কাল চাঁদের গলায় । বসাইয়া
কিশোরিকে, কাল চাঁদের বাম দিগে, সব সুখে
রুক্ষ গুণ গায় । ভ্রমিলে যে হেন কালে; আনি ব
মুনীর জলে, কোন ছলে নিরখিল এসে । নামে
র বামে কমলিনী; মেঘে ঘেন সৌদামিনী; দেখে
অমনি মাথাধরে বসে । কিঞ্চিৎ মৌনেতে থেকে
উঠিয়া মনের দুঃখে, গোল্ড মুখে করিল গমন ॥
মমেত যুক্তি করে; ডেকেবলে আয়ানেরে, হাত
নেড়ে করিয়া তজ্জন । রাধার সত্যিত্য জত বুঝে
হলো প্রকাশিত, মনের মত মিলানে গোমাই ।
কিশোরিকে শাস্তিকরে, লম্পটেরে মেরে ধরে
লয়ে যাব যশোর ঠাই ॥ রত্ন গর্ত্ত বশোদার; জ
য়েছে কি সু ভ্রমার; মহাচক্রে লম্পট প্র ধান
ভ্রমর পারা কালো গা; মাটিতে পড়ে পা; না
রী দেখে বাকা চক্ষে চান । হতো যদি সোজা ভ
ঙ্গ, বাড়িত আর রঙ্গ ভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে এতটাট
কদম্বের তলে গিয়ে, ধংশী বাজান বামা হয়ে;

আগুলিয়া বমনার ঘাট । রাই কিশরি গেলপরে
 কথাকনঠারে ঠোরে, বুজপুরে দ্রুত ঘরে ঘর । অ
 স্বকারে মিশে থাকে, অপকপ কপ দেখে রাধা
 র চক্ষে নেগেছে সুন্দর ॥ মনমোরা কমলিনী ন
 নি চোর ॥ নীলমনি কানাকানি ॥ করে দিন দশ ।
 রাধা মামী কৃষ্ণ ভায়ে যুক্তি করে ॥ রেতে দিনে
 কেজানে ভিতরে এতরস ॥ মনেতে মজ্জনা করে
 ক্রত জায় রাগ ভরে কত ছরে গিয়া কিরে চায়
 মনে করে রাধা মাম ছড়েয়ে নিদ্রাধাম ভরে
 পাছে পলাইয়া জায় । তরুণ তরুণ শীল চূর্ণ চ
 রণের তলে শীঘ্র চলে বিলম্ব নাশয় । আয়ানে
 কদম্ব তলে রাধা কৃষ্ণ বশনীলা দেখাইলে বাঞ্ছা
 পূর্ণ হয় ॥ গোশাতে গর্গরে গা মাশ্রিতে না পড়ে
 পা, যেন খেপাএলো খেলো কেশ । কোথাখোঁ
 পা কোথা ঝাঁপা কোথাবা কনক চাঁপা সজ্জা
 ভাল নাহি লজ্জালেশ ॥ উঠিয়া বিযম রোষে, ডা
 কে দাদা আয়ান ঘোষে, দেখ এসে কমলিনীর
 রক্ত । কেলি কদম্বের তলে দলে শীলধ্বজা তলে

বসেছে রাইলইয়া ত্রিভঙ্গ ॥ আনন্দে অধৈর্য
 হয়ে, ক্লেশ অঙ্গে অংগদিয়ে তবপ্রিয়ে বৃষভানু ক
 ন্য ॥ কমলিনীর কৰ্ম দেখে; জলেতো'কলশী রে
 খে, এলেমা ডকে দেখাবার জনে ॥ কান্টাচাঁদে
 র বামদিকে, বসে আছেন শ্রীরাধিকে, এলেম
 দেখে ওত করে বৃক্ষে ৷ কলঙ্কিনী শ্রীরাধার কর
 এনে প্রতিকার চমৎকার দেখসে প্রত্যক্ষে ॥ ক্ষণ
 মাত্র মৌনে থাকি কোপোভে যুগিত আখি গজ্জি
 য়া আয়ান ঘোষ কয় ৷ হলের কলঙ্ক করা, কেন
 কৎসা জলিশ তোরা এমন ধারা উপযুক্ত নয় ॥
 ১তার সঙ্গে শ্রীরাধিকে; ক্ষণে দেখা চক্রে মনবা
 কা রয়েছে উভয় ৷ ভূমি বেড়াও ঘরে; রাধার
 কলঙ্ক করে সে তোমাতে ও কটু কথা কয় ॥ কয়
 নন্দের নন্দন কানু গোষ্ঠেতে চরার ধেনু বৃষভা
 নাকন্য গৃহে রয় ৷ রাধার সংগে হৃন্দহলে পারি
 বাদেয় শুকান ভালে কলঙ্ক রটাও বুঝ নয় ॥ ক
 লঙ্ক রাধার কুল ভূমিতে মজাবার মূল তিনে
 তমূল নিত্য কর চেষ্টা ৷ যেমত দুর্মাতি খল, পারি

উচিত প্রতিফল দেশের সকল নারী দেখে যুঁজে
 আপন গৌরব লিয়া; বসে থাকে গৃহে গিয়া, সম
 রিয়া লোক লজ্জা ভয় । কৎসা রটাও বারে বার
 ও কথা না শুনি আর; শ্রীরাধার তেমন মতিনয়
 দ্রষ্ট্রীলে কহিছে ভাই; গোষ্ঠে থাক জান নাই,
 তোমার রাই অসাধারণ গুণ । কহিতে উচিত ভা
 ব; আমার উপরে গোশা, এমন চাশার কপা
 লে আগুণ ॥ তোমার মরণ নাই, দেখে এলেম
 একঠাই কিশোরি সহিত কালচাঁদ । অরান
 কোপেতে বলে, দেখাইতে না পারিলে ঘুচাই
 ব দ্রুমস্তম্ভার সাধ ॥ শীঘ্র মোরে লয়েচল; রাধা
 রূপ কোথা বল প্রতিফল দিবযে প্রত্যক্ষে । যদি
 হয় মিথ্যাকথা চাপড়ে ভাঙ্গিব মাথা, পদাঘা
 ত প্রহারিব বক্ষে ॥ মনচরে দিলে দাগা বোঝে
 নারে হতভাগা বলে পদের ফিরে করে রাগ । কো
 নর ভাঙ্গা হাতে বাড়ি এলে থাকে গুড়িই সেই বু
 ডি তুলিল বনে রাগ ॥ বুঝেতে বড়াই নাম;
 তারিকাছে বসে শ্যাম কাণে কত কথা কয় ।

রাধা এসে সঙ্গে মিশে ঢনাঢল রঙ্গরসে অপযশ
কিছু নাইক ভয় । রাধা এসে সংগে মিশে ঢ নাঢ
ল রঙ্গরসে অপযশ কিছু নাইক ভয় ॥ গননাই
কোন কাজে ছোটে পাগলিনী সাজে বাঁশীবী
জে বিপীনে যখন । লম্পট কাল কানাই প্রাণ
সপে তার ঠাঞি মজ্জিবে রাই উঠেছে লক্ষণ ॥
শুনি দ্রুটিলে মুখে, ছোটে যমুনার দিকে মন
ছুটে ছুটে অবিশ্রাম । চরণে কল্কট কোটে প
শাং দ্রুটিলে ছোটে কর পুটে কহে জয়রাম ॥

অথ রাধাকৃষ্ণ উভয় মজ্জণা ।

ধূয়া । ককণা আকার ওহেনটবর চিকন কাল
বিষম বিপাকে দাগীর প্রাণ যায় নহেনা জা
লা । বল বুদ্ধি সকলি, ভূমি ওহে বন মালি,
বল আর কারে বলি, এষময় করোনা ছনা ॥
ত্রিপদী ॥ পড়ে কিম্বা উঠে উ মুখে ছুটে প
শাং দ্রুটিলে ধায় । অতি দূরে থেকে বনে শ্রীরা
ধিকে রঞ্জন শ্যাম রায় ॥ রাধে বলে হরি ন
কটেতে মরি রক্ষাকর এই বার, অভাগির পতি

আয়ান দুঃখিতি জ্ঞে আনিছে আমার ॥ রামা
 কে যদি এনে দেখে একটাই দুঃজনায় । ষটাবে
 প্রমাদ ওহে কালচাঁদ রক্ষাকর এই দায় ॥ রাধা
 র করে ধরে ! কপটে কাতরে বাক্য নটবর কন ।
 আয়ান দুঃখার গতি যে তোমার শুনি কর নিবা
 রণ ॥ আজি নিঃসঙ্কেতে আয়ানের হাতে রক্ষাক
 র শুনি রাই । শুনি বিনা আর, কে আছে আমা
 র বলকার কাছে যাই ॥ দুল্লরে আমারে বাঁচা
 বার তরে স্তুতি বরে কিছু বল । ওগো চন্দ্রমখি
 করকিঃ ঐ উপনীত হলো ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাণী শুনে
 কমলিনী আতঙ্কে উড়িল প্রাণ । একি ছলনার ন
 ময় তোমার ওহে নটবর শ্যাম । কৃষ্ণ প্রমহলে
 এদানী মজ্জালে কেনবে তোমার নাম ॥ ত্যজি
 রা চাতুরি বাক্য বংশীধারি ভাব ইহার উপায় ।
 নামজে এদানী আয়ান জ্ঞে আনি নিদোষী
 দেখিয়া যায় ॥ করিতে সকলি পায় বনমানি ত
 বে কেন দেহ দুঃখ দ্রুতিলে কপটে আনিতে ছ
 ছুটে এমনকটে কৃষ্ণ রাখ ॥

অথ এক ত্রিংশাক্ষরে শ্রীরাধা কভূক স্তব ।
 যুগ্ম । হওহে সদয় ও নিরদয় বাক্য মদন মো
 হন । নাহি গুণ মণি বিন । ঐশ্রীচরণ ॥ বিবট
 সঙ্কটে মরি সখা বংশী ধারি । এসময়ে চাত্ত
 রি কর এআর কেমন ॥

পয়ার ॥ কর কূপ । বৃক্ষকান্তে কেশব কংসারি ।
 করে কর যুড়ি কহে কাতরা কিঙ্করী । ক্ষীরদ জীব
 ন সারী খংগল্ল বাহন । খনে কৈল খলতা খণ্ড
 নারায়ণ ॥ গোবিন্দ গরুড ধ্বংস গোবন্ধন ধারি ।
 গয়া গঙ্গা গোদাবরিত্র মিহে । জীহরি ঘনশ্যাম যু
 চাহ ঘেরেছে বোর দায় । ঘন কল্পি জ্রাসেতে
 হইল গায় ॥ চিন্তামণি চতুভুজ চতুর্কর্গ দাতা ।
 চরণ চিন্তয়ে চিন্ত মণি রাদি ধাতা । ছলপায়ে
 ছলেতে চলিতে আইলা পতি । ছদ্মরূপে ছা
 পাইয়া রাখহ শ্রীপতি ॥ জগন্নাথ জনাঙ্গন গত
 জীবন । যোগেন্দ্র যোগেতে জপে তোমার চরণ
 ॥ ঝঙ্কনা ঝঙ্কায় প্রায় ঝাপিল আয়ান । পড়ি
 লাম ঝাঝাটে ঝাটিত কর জ্ঞান ॥ টিটকারি দিবে

পিছে জটিলে দ্রুগীলে । টানা টানি টঙ্কার হ
 ইবে ক্লেশীলে ॥ ঠাছুরিয়া কি ঠাঙ্গ করিনেক
 ঠকে । ঠকিলাম ঠাকুর বিষম ঠকঠকে ॥ ডাকিয়া
 ডাকাতি করে ডাকিনী দুজন ! ডরে ডাকি ডর
 নাশ শ্রীনন্দে ন দন ॥ টিডি শব্দে ঢাকঢোল বা
 জাইয়া দিবে । না ঢাকিলে দাসীর কনক রুটি বে
 ত্রিলোক তারক ভগ্নি ত্রিভুবন সার । তাপিতা ত্রা
 ন্তিত ত্রাণ তোমারি যে ভার ॥ থয়ঃ কাপে অঙ্গ
 থাকিয়া ২ । স্থির কৈলে স্থির হয়ে থাকি থমকিয়া
 দয়াকর দিননাথ দারিদ্র ভঞ্জন । দুঃখিত দাসীর
 দুঃখ করহ দলন ॥ খুজ্জি ধনেশ ব্যানে ধেয় না
 রায়ণ । ধ্যানে ধরে ধরাধর ধরেব গায়ণ ॥ নন্দে
 নন্দন নব নীলকান্ত তনু । নজানামি নতি স্তুতি
 সদজে কৃষ্ণ ॥ পরম পুরুষোত্তম পতিত পাব
 ন । পড়েছি পাকেতে পারকর নারায়ণ ॥ ফাফ
 র হয়েছি পাণ্ডে এবিষম ফেরে । ফলাফল নাজা
 নি কি ফলে অতঃপরে ॥ বনমাণি বলি : ২ নি বি
 পদে বাচাও । বংশী গরি বন্ধিন নয়নে ফিরেচা

ও ॥ ভক্তে ভক্তিভাবে ভেবে ভব সিদ্ধ ভরে । ভ
 ঙ্গহে ভৎষণা ভয় ভাবিহে অন্তরে ॥ মধুঋপু ম
 চক্রি মদন মোহন মদন এ মহামারি শ্রীমধুসূদন
 যোগী যোগে অপে ষদুনাথে যজ্ঞ করে । যথা যো
 গ্য যজ্ঞ যাগ করে যদি নরে ॥ রক্তেতে রৌরব
 হতে রাখ রমানাথ । রাধে রাংগাচরণ সেবে এ
 কি বজ্রাঘাত ॥ লম্পটতা কর কি লম্পট এসময়
 লক্ষ্য লঙ্কা যে লঙ্ঘিলে লঙ্কা ভয় ॥ বিষম বিপদ
 এ বন্ধন হতে ভারি । বজ্রাঘাত হতে বাচাও বৈ
 কুণ্ঠ বেহারি ॥ শিখী পুচ্ছ শিরে হেলা শ্যামল সু
 ন্দর ॥ সৌন্দর্য শোভিত জিনি পূর্ণ শশধর ॥ য
 ষ্টদশ কলা পূর্ণ ষটপদ রূপ । ষডঋপু মধ্যে অ
 দ্যঋপু অপরূপ ॥ স্বর্গমল সুখেতে সান্ত্বারে স
 গাতন । সম্পদ সদৃশ শনি করেছে যেমন ॥ হই
 য়া হরিত হরি ছিলাম কৌতকে । হেদে হত ভা
 গা আসি হরিলেক মখে ॥ ক্ষক হলেম ক্ষোভ
 পোলেম ক্ষীণ হলেম ভেবে । ক্ষিপ্তরে করিতে
 ক্ষান্ত তোমারে হইবে ॥ শ্রীমতীরে কাতর দেখি

ম। বনমালি । প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ একি নাগরা
 নি ॥ শ্রীরাধারে তুধিনেন প্রবোধ বচনে । ইহার
 উপায় আমি করিব একণে ॥ আমি অশীতার
 কপ ধরিয়া দাওঁই । তুমি ভক্তি দাবে পূজা কর
 ওগো রাই ॥ রাধার কক্ষ যুচাইতে বনমালি ।
 তেজে বাশী কাল শশী হইলেন কানী ॥ বিজ
 জররাম বলে কৃষ্ণ পদতলে । স্থান যেন পাই রা
 জ চরণ কমলে ॥

অথ কৃষ্ণের কালীকপ ধারণ ।

রাগিণী ঝিজিট । তাল জং ।

ধূয় ॥ একি অপকপ কপ কদম্বের তলে । বন
 মালি হনেন কালী মহাকাল চরণ তলে ॥ মহা
 মেঘা মুক্তকেশী, তেজে রাশি করে অসি,
 কালোশনি আধহাসি বদন কমলে ॥

পয়ার । চরণ সরজে বাজে রতন নুপুর । অনি
 রাজ পায় লাজ শব্দ সুমধুর ॥ নিম্নি নবঘন অ
 পকপ কপ খানি । কটিতটে করঞ্জেণী বাজিছে
 কিঙ্কিনি ॥ প্রচণ্ড তপন উল্ল্য প্রভু ঘোর তর ।

কোটি ইন্দু জিহ্মি জ্যোতি নখরে নিখর ॥ খড়্গ
 চর্ম্ম আদি চতুস্তূজ সুশোভন । শ্রীচরণ তলেতে
 লুণ্ঠিত ত্রিলোচন ॥ লোল রসনা শবাসনা বিব
 সনা । মুক্তকেশী করে অসি বিকট দশনা ॥ জি
 নিয়া চপলা গলে দোলে মৃগুমাণ । উজ্জ্বলা চঞ্চ
 বামা শশধর বালা ॥ দাগু হৈলেন শ্যামা মূর্ত্তি
 করিয়া ধারণ । কি বাহার চমৎকরে হৈল নিধুবন
 ধূপ দীপ নৈবেদ্যাди কুসুম চন্দন । সন্মুখেতে
 সমদয় প্রস্তুত তখন ॥ দেখি সুখী কমলিনী হৈল
 অতিশয় । পুলকে পূর্ণিত তনু প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 স্বন্দন রক্তযবা নিয়া হৃষ্টমনে , করে ষোড়ে করে
 স্তব দিয়া শ্রীচরণে ॥ হেনকালে উপাসিত হইল
 আয়ান । শবে শিবে সন্মুখে দেখিল বিদ্যমান
 চমৎকার দেখে তার ভকতি উদয় । তজ্জন গজ্জ
 ন ক্রোধে কুটিলেরে কয় ॥ হিতাহিত রহিত না
 হিক লজ্জাভয় । কেবল রাধার কৃচ্ছ তোলা বুজ
 ময় ॥ আমি জানি অকলঙ্ক শ্রীমতীর কল । তুই
 তো দুস্মৃতি অতি মজাবার সুল ॥ অধরৌষ্ঠ কম্পা

অতি চক্ষু যোরতর । প্রতাপেতে কম্পিত হইল
 ধরাধর ॥ দেখে ডরে কটিলার উডিল পরাণ ।
 উদ্ধবাসে বুজবাসে করয়ে প্রশ্নান ॥ হাঞি কাই
 করে ঘন চেতনা রহিত । একেবারে গিয়া ঘরে
 হইল মূর্ছিত ॥ কি হইল বলে সব আইল ধাই
 য়ে । প্রমাদ পাডিল আজি কটিলারে লয়ে ॥ এ
 খানে আয়ান ঘোষরাধার কুঞ্জতে । শ্রীমতী পা
 র্বতী পাছে দেখি নয়নেতে ॥ মধুর বচনে কহে
 শ্রীমতীর প্রতি । মাধ্যমতী পতিবুভা ভ্রমি গৌ
 শ্রীমতী ॥ ভক্তিতে সাক্ষাত হইল অভয়া আপনি
 ধন্য তবপূণ্য ধন্য করে মানি ॥ কহিতে হইল
 ভক্তির উদয় । অষ্টান লোটায়ে ভমে পুনিপাত
 হয় ॥ লোমাঞ্চ হইল অংগ পতাক্ষ দেখিয়া ।
 করযোড়ে করে স্তব তদগদ হইয়া ॥ বিজ জয়রা
 ম কর অভয়া চরণে । শ্রীচরে দেহি স্থান দীন
 দীন ক্ষীণে ॥

আয়ান ঘোষ কতৃক কালীর স্তব ।

তাল মধ্যমান । রাগিণী থাম্বাজ ।

ধূয়া ! এমা শিবানী সর্বানী ভৈরবী ! ভবানী
ভবরাণী পার কর তবে দীন হীন অকিঞ্চন ।
করানী কপালী কংকালীতং কুমতি ভবতী ন
জামিহং পতিতং গতিতং অন্তমে দেহিমে
স্থান ঐ রাঙ্গা শ্রীচরণে ॥

ত্রিপদী । কালী কপালিনী, বুদ্ধাণ্ড জননী, ম
হেশ মহিনী তারা । তংহি সুরধনৌ, শিব শৈবলি
নী; তংহি শূলপাণী দারা ॥ অনন্ত কপিণী; অনন্ত
জামিনী; নগেন্দ্র নন্দিনী তং । চণ্ড নিপাতিনী,
মুণ্ড বিঘাতিনী, কয়ে ফল প্রসূতং ॥ ভৈরবী ভ
বানী, ভবাক্ষ নাশিনী; অসুর দলনী কালী । মহি
ষ মর্দিনী, মুণ্ডি বিধাইনী, তং তারিণী মুণ্ডমালী
কাল নিবারিণী; কালের কামিনী, জিনি সৌদা
মিনী জ্যোতি । তংহি নারায়ণী; ইন্দ্রাণী বুদ্ধাণী
পঞ্চাননী ভগবতী ॥ ফণীন্দ্র মুনিন্দ্র; যোগেন্দ্র
নগেন্দ্র, ইন্দ্র চন্দ্র আদি ধাতা । অনন্ত কৃতান্ত;
আদি লক্ষ্মীকান্ত, নাহি জানে তত্ত্বকথা ॥ আকাশ

পাতাল; আদি রাসাতল, কন কপিণী ভূমি ॥ বা
ল্লীকাদি ব্যাস, কবি কালীদাস, করিতে বর্ণনা
ক্ষম । দীন হীন ক্ষীণ, অতি অবিকল, কহে দ্বিজ
জয় রাম ॥

পয়ার । ইত্যাদি অনেক সুব করিল আয়ান ।
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে তাহার প্রমাণ ॥ শ্রীরাধিকে
প্রসংশা করয়ে বারং । বৃন্দারণ্যে ভূমিধন্যে প্রি
য়সী আমার । নারী অগ্রগণ্য ধন্য মান্য করে
মানি । পুঞ্জ পুণ্য তব গুণে কমলিনী ॥ জটিল
দ্রুটিলা তব যত নিন্দাকরে । অদ্যাবধি সব মি
থ্যা জানিলাম অন্তরে ॥ এইমতে প্রসংশা করয়ে
বারং । অক্ষম প্রথক কপে নিখিতে বিস্তার ॥ বি
শেষ সকল কথা শুনিলে উদ্ধব । এই কপে রাধার
মান রাখিলা মাধব ॥ এখন বঞ্চনা করিমথুরাছে
গেছে । শূন্য বৃন্দারণ্যে রাধার দেহ মাত্র আছে
প্রাণমন কৃষ্ণসহ গেছে মথুরায় । কহিতে কথা বু
ক বিদরিয়া যায় ॥ দ্বিজ জয়রাম কহে গোবিন্দ
করণে । স্থান দান দিয়া ত্রাণ কর দীন হীনে ॥

অথ উদ্ধব প্রতি বিন্দে দূতীর উক্তি ।

পয়ার ॥ গোপী মধ্যে বৃন্দে দূতী মুখরা প্রথরা
গোবিন্দ বিচ্ছেদে খেদে হইয়া কাতরা ॥ দৃঃখিতে
তাপিতে অতি কহে উদ্ধবেরে । কিকব অধিক
আর বাকা নটবরে ॥ কঠিন যেমন ভাবে কহিলে
কি হবে । নরদা মহিতকৃষ্ণ কঠিনতা ভাবে ॥ জন্ম
কঠিন কন্ম কঠিন কঠিন তারদয়া । মন্ম কঠিন ধন্ম
কঠিন কঠিন দেখে কায়া ॥ অঙ্গ কঠিন সঙ্গ কঠিন কঠিন
ন হৃদয় । ভক্তি কঠিন যুক্তি কঠিন কঠিন আনয় ॥
চক্ষ কঠিন কণ কঠিন কঠিন নাসিকা । কি কঠিন শ্রে
মে মজে ছিলেন রাধিকা ॥ হস্ত কঠিন আর দেখে
কঠিন চরণ । গমন কঠিন শরন কঠিন ভোজন ॥
বদন কঠিন সদন কঠিন নয়ন । সভাব কঠিন প্রভা
ব কঠিন বাহন ॥ বিশেষ ক্লেশরতথ্য যেনেছি নি
পুন । কেবল বচন নিষ্ঠ এই মাত্রগুণ ॥ শুনিয়া
ক্লেশর নিন্দা কণে দিয়া হাত । চুপে উদ্ধব জ
পেন রাধানাথ ॥ কহেদেখি বৃন্দে সখি কহিলে
কেমন । তুমি জান শ্রীকৃষ্ণকি কঠিন এমন ॥ বিস্তা

রাত সকলি শুনিব তব ঠাঞি । তবেত এসব কথা
 সঙ্গমাণ যাই ॥ বৃন্দকন উদ্ধব শুনহ বিবরণ ।
 আদ্য অস্ত বিস্ত রিত কহিব এখন ॥ কন্ম কঠিন কহি
 লাম শুন তার মন্ম । ত্রি জগতে তাহা হইতে কা
 র কঠিন জন্ম ॥ মৎস্য কূন্ম বরাহ প্রভৃতি অবতা
 র । হইল নৃসিংরূপ সিংহের আকার ॥ কহে দে
 খি উদ্ধব সধাই তব কাছে । এহতে কঠিন জন্ম অ
 র কার আছে ॥ উদ্ধব কহেন বৃন্দে এ আর কেমন
 কন্ম কঠিন কেমন তার করিব শ্রবণ ॥ বৃন্দে কহে
 সে কথাকি কহিব তোমারে । এমন কঠিন কন্ম কে
 করিতে পারে ॥ কিকিৎ গোপীর পক্ষে ছিন উ
 পকারি । করিত যমনা পার হইয়া কাণ্ডারি ॥ উ
 দ্ধব কহেন বৃন্দে সে আর কেমন । কহ শুনি সেই
 কথা করিব শ্রবণ ॥ শুনি বৃন্দে বিশেষিষে উদ্ধবে
 রে কয় । জয়রাম কহে কৃষ্ণ লীলা সধাময় ॥

অথ কৃষ্ণ কাণ্ডারি উপাখ্যান ।

থর্য ত্রিপদী । যত সখিগণ; বিকির কারণ, মথু
 রা নগরে যাই । জানি তাহা হরি, হইল কাণ্ডারি,

লম্পট কাল কানাই । মাথায় পানরা; চলি হয়ে
 ছুর, বড়াই লইয়া সঙ্গে । যমুনার ঘাটে, খেয়া
 রি লম্পটে, ডাকিলাম মন রঞ্জে । শুনওহে হরি
 দেহ পারকরি; শীঘ্র আনি নৌকাখান । উত্তর হ
 ইল, দিন বয়ে গেল, পারকর আগুয়ান ॥ বলে
 বনমালি, শুনগো গোয়ালি; কতনা পেড়েছো গো
 ল । লয়েষাবে পারে, যাইবে বিকিরে, আগে
 কুরাও মোর বোল ॥ বলে সহচরী, শুনহে খেয়া
 রি, কিছুনা করিও খণ্ডা । পারে লয়েযেতে, নে
 উটি আনিতে, পাইবে উচিত গণ্ডা ॥ গোপীর
 বচন; শুনিয়া তখন, হাসে প্রভু বনমালি । জয়
 রাম কয়, অতি রসময়; রাধা কৃষ্ণ ধামানি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । আমার সন্দর নায়, যে আসিয়া
 দিবেপায়, হাসিয়া গণয়ে বোলপণ । রাধার নি
 তমদ্রচ; অতিগুরুতর উচ, একেলার তার । দশজন
 তেঞি বসি চক্ৰিকর; নহিলে কে করে পার, শু
 ন সব বুজ গোপীগণ । আমার বচন ধরি, যে
 আছ কুরাও কড়ি; তবেপারে করহ গমন ॥ না

য়ের পসরা তোর; নায়ে পার হবে মোর, ইহাতে
পাইব আমি কি । আপনি বুঝিয়া বল; পাছে
যেন নহে গোল, এই জীবিকায় আমি জী ॥ তু
মিত যবতী মায়া; আমিও যুবক নায়া, হাস
পরিহাসে গেল দিন । ওপারে মানুষ ডাকে, থি
য়া কামাই তোরপাকে, এতক্ষণ হইত থিয়াতিন
ক্ষীর নবনীত দই, আগে আনকিছু খাই; পারে
মোর হস্ত দুনা বল । দ্বিজ জয়রাম কয়, রসিক ক
রুণাময়, কপাটে করয়ে বাক্ছল ॥

কানুর বচন শুনিয়া রাই । কহিছে নাগর শ্রিনি
ত হই ॥ শুনহ কানাই আমার বোল । মিছে কা
জে কেন করহ গোল ॥ তুমি আমি বাস একই
গাঁয় । কাহার হাতেতে কেবা এড়ায় ॥ করিব পি
রিত কেকার ভিন । গতায়াতে হবে দিন ২ ॥ এত
দূরাচার ভালহে ভাল । মাথায় পসরা লাগিয়া
গেল ॥ ঝাটকর পার জাইব বিকে । আসিতে
মাগিও যামনে থাকে ॥ কানাই ওহে তরুণী দি
বস যায় । ঘরে গুরুজন বিষম দায় ॥ গোপীর ক

থায় পাইয়া আশ । নৌকাতে চাপায় শ্রীনিবাস
 লায়তে যাইতে যতেক আড়ি । বিসঙ্কন্দ হইয়া
 বসিল সারি ॥ রাজংস হন জিনিয়া শোভা । বি
 কট কমল বদন লোভা ॥ বসিল শ্রীহরি কাণ্ডারি
 হই । গোপীরে তখন কহে কানাই ॥ হের যে
 আমার ছোট লা । পসরা রাখিয়া কেবলবা ॥
 এতেক বচন শুনিয়া আহরি । সঙ্কন্দে বসিল কে
 রুয়াল ধরি ॥ শুনহ রসিক শ্রীকৃষ্ণ চরিত । দ্বিজ
 জয় রাম এরস রচিত ॥

খর্য ত্রিপদী । গুড় চাপীং, বৈসে যতগোপী;
 পসরা রাখিয়া কোলে । কানু মুখসারি, গায় গো
 পনারী, ধিমইং বোলে ॥ বাহে নবহরি, নাগায়
 কাণ্ডারি, রঞ্জে গোপীগণ সঙ্গে । সঙ্কন্দে সুতান
 পড়ে কেরুয়াল, যমুনা চারু তরঙ্গে ॥ অঙ্গ ভঞ্জে
 ঘন; বাঞ্জে বানং; কঙ্কন কঙ্কিনি জালে । তরন
 প্রবাল, গজমতি ভাল, দোলে মল্লিকার মানে
 বাহং করি; তরাকরিতরি, ঘন মাঝে গোড়তরি
 বাস করতলে; ধরি কেরুয়ালে, বদনে পূরেমুরতি

অমে ঘর্ম্মমুখে, বাহেযন সুখে, অক্ষর উড়িছে বায়
খসিল কাঁচলি; হাসে বনমালি; জয়রাম রসগায় ।

পয়ার । বৃন্দে কর উদ্ধব কিছু করহ অবগ । দয়া
কঠন কি প্রকার কহি বিবরণ ॥ বুদ্ধাদি দেব যা
রে নাপায় ধ্যেয়ানে । তাহারে কঠন বলি এইনে
কারণে । উদ্ধব কহিছে বৃন্দেজিজ্ঞাসি তোমারে
ধর্ম্মকঠন কিপ্রকার বলগো আমারে । বৃন্দেবলে
কর্ম্ম কঠন বলি যে কারণ । তাহার বৃত্তান্ত কহি
শুনহ বচন ॥ কালাচাদ শ্রীরাধার শিরে হাতদি
য়ে । কহিলেন তোমায় কভু ত্যজিব না প্রিয়ে ॥
একারণ ধর্ম্ম কঠন বলিছে তাহার । ত্রিভঙ্গ ভঙ্গি
মে ভঙ্গি কঠন বলা যায় ॥ হৃদয় কঠন তার বলি
একারণ । মধুপুরে গিয়া নাহি এলো ক্লেশধন ॥
সকলি কঠন তার কি কহিব আর । বর্ণনে নাহিক
যায় কঠন তাহার । পুরাণে শুনেছি নাম দয়াময়
হরি । ব্রজনারী প্রাণে নারি গেল পরিহরি ॥ দ
য়ার নাহিক চিহ্ননাম দয়াময় । বিপত্য কালেতে
নাহি দেন পদাশ্রয় ॥ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে মদা জলি

তেছে অক্ষ । কি কটন ব্যবহার করিল ত্রিভঙ্গ ॥
 নিষ্ঠুর নাগর সেই হরি বনমালি । করে প্রেমতার
 সঙ্গে ভেবে অক্ষকালী । হাজার বাক্যরূপে ভুলে
 ছে মাধব । বাঁকায় ২ ভাল মিলেছে উদ্ধব ॥ করু
 ণা বচনে বৃন্দে উদ্ধবে সুধায় । পুনরুষ্ণ আর কি
 আনিবে মথুরায় ॥ এতেক শুনিয়া উদ্ধব কহেন
 বৃন্দেরে । শুনিলে আমার বাক্যপাইবে কৃষ্ণের
 পুর্বোদ্যোগ কিছুকাল রাখহ মনেরে । ভেবনা কৃ
 ণেরে আনি দেখাব সবারে । দ্বিজ জয়রাম বলে
 কুতাঞ্জলি করে । অস্তে কটনতা ভাব করোনা
 আমারে ॥

বৃন্দাবন হইতে উদ্ধবের বিদায় ।

ধূয়া । রাধে ভেবন ২ দিবা বিভাবরী । অঞ্জে
 আসি মোহন বাশি বলিব আয় কিশোরী ।
 কৃষ্ণ আনিবে যুচিব দুখ মনেরে বুঝায়ে রেখ
 হইলে পরম সুখ বাঞ্ছিলে বাঁশরী ॥

ত্রিপদী । উদ্ধব কহিছে বিন্দে, আনিদিব শ্রীশ্যাম
 বিন্দে; উতলার কম্ব কিছু নয় । আনিবেন দয়া

ময়, কহি তোমাৱে নিশ্চয়; বিলম্বিতে কাৰ্য্য নিকি
 হয় ॥ তিলেক শ্রীবৃন্দাবন; ত্যাগ নহে কদাচন;
 বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ আপনি । আমি কহিনু নিশ্চয়
 তাঁর বাক্য মিথ্যানয়; যার বাক্য মানে শূলপাণি
 যদি তুমি মনে ভাব, মিথ্যা কহিলে উদ্ধব, তবে
 আমি কিকব বচন । আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস; মধুপু
 রে মমবাস, মিথ্যা বাক্য না জানি কখন ॥ বহু
 উপদেশ দিয়ে, উদ্ধব বিদায় নিয়ে, রথোপরে
 করি আরোহণ । উঠিলে রথউপরে; শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ
 করে, মধুপু-র করিল গমন ॥ গুরে ছুরাচার মন
 কিঞ্চিত কর সাধন, অস্তে যাতে পাইবে নিস্তার
 সদা ভাব কৃষ্ণনাম, কহে দ্বিজ জয়রাম; ভবনদী
 হরি কর পার ॥

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণক বুজের সংবাদ দেন ।

ধৃষ্ণা ॥ মন রে হরিনাম বদনে বল একবার ।
 লও রামকৃষ্ণনাম ভবনদী হবে পার । অশ
 করেনা মন সৰ্বদা কর সাধন বিপাত্যে মধু
 সদন করিবে নিস্তার ॥

পর্যায় ॥ উদ্ধবে দেখিয় কৃষ্ণ আগন্ধি হ মন ।
 জিজ্ঞাসা করেন তুমি দেখিলে কেমন ॥ যশোম
 তীমাতা নোর আছেন কেমন । কিরূপে আছে
 ন পিতা কহ বিবরণ ॥ উদ্ধব কহিছে ॥ যা কর হ
 শ্রবণ । দুঃখের সাগরে ভাষে বুজবাসী গণ ॥ ন
 ন্দ যশোগতী মাতা প্রাণেমাত্র আছে । চলিতে
 শক্তি নাঞি পুণে মরেপাছে । মণিহারী কনি
 যেন তার অভিপায় । কেবল আছে পুণ মৃত্যু
 বৎ কায় । দিবানিশি ঝুরে তাঁখি তোমার কারণ
 ঝুরিয়ে অন্ধ হয়েছে নয়ন ॥ বহুমতে পুৰোধি
 য়ে এসেছি তাহারে । কহিয়াছি আনি দিব শ্রীকৃ
 ষ্ণ তোমারে ॥ দুঃখান্বিত হয়ে কৃষ্ণ কন উদ্ধবে
 রে । আরো কি দেখিলে তুমি বলহ আমারে ॥
 উদ্ধব কহিছে কৃষ্ণ শুনহ বচন । যে রূপেতে আ
 ছে তব বুজাঙ্গনাগণ । শুনহ যেকূপে আছে তব
 বমলিনী । অজ্ঞান অস্থির সদা যেন পাগলিনী ।
 বৃন্দাবন ময়দেখি হাহকারব । সব কেঁদেবলে
 কোথায় মাধব । দক্ষ বৃন্দাবন ধাম তোমাবিনে

হরি । সুখমাত্র পূর্ণাণে বেচে আছে বজনারী ॥
 আনি বলে আশা দিয়ে মধুপুরে এনে । আশা
 পথ নিরখিয়ে আছে হে সর্বোৎকর্ষ । ননী দধি দুগ্ধ
 সবে নইয়া করেছে । বলেদই কৃষ্ণকই গেল কো
 নপথে । চাঁদমুখে তুলিয়া দিতেন সরননী । কো
 থা গেল বলেসবে বুজের নীলমণি । দয়াময় না
 মধুর দয়ামাত্র নাই । দেখা দেও তোম বিনে জী
 বন হারাই ॥ এই মত বৃন্দাবনে হাহ্বাকার শুনি
 নকনে কান্দিয়া বলে কোথা নীলমণি । আশ্রয়
 ব্যাধন সদা যত গোপীগণ । ভ্রমিগিয়ে দেখাদি
 য়ে রাখহ জীবন ॥ নতবা হইবে স্বংসতব বুজপু
 রী । যমুনাতে জীবন ত্যজিবে গোপনারী ॥ বু
 জপুরে দেখিলাম সবে নিরানন্দ । কেবলি যমুনা
 আছে হইয় আনন্দ ॥ তাহার কারণ শুন বলি
 হে তোমারে । উজ্জন বহিছে সদা নরনের নীরে
 কৃষ্ণ বলে জ্বরায় যাইব বৃন্দাবন । দেখিব হেবুজ
 পুর কে আছে কেমন ॥ উদ্ধব করোন, চিন্তা ক
 হি নারোদ্ধার । বৃন্দাবনে যাওর আশার হইয়।

ছে ভার । নাহি জানি ভক্তি স্তুতি আমিহে অজ্ঞা ।
ন । অস্তে দ্বিজ জয়রামে বর পরিত্রাণ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের খেদ ।

পয়ার । যা কহিলে সখা । তুমি সব আমি জানি
বৃন্দাবনে রাইরাজ্য বুদ্ধ সনাতনী । যখন ছিলে
ন রাধা গোলক ধামেতে । আমিহ ছিলেম তথা
রাধার অণুতে ॥ রাধাকৃপা সেইখানে ছিলেন
কিশোরী । কুতাজ্জনি হয়ে আমি তথা আত্মকা
রী ॥ ভক্ত তুলসি আমি ভকতের প্রাণ । ভকতের
বাঞ্ছা সিদ্ধি নাম ভগবান ॥ সাঁপছিল ছিদেমের
রাধার উপর । হইবেন কৃষ্ণছাড় শতক বৎস
র ॥ জগিলেন সেইহেতু ভূমণ্ডলে পারি । নিত ।
শেষ বৃজপুরে কহেন মুরারি ॥ শ্রীমুখে এত বা
ণী কহেন মাধবে । শুনিয়া উদ্ধব কিছু কহেন যা
দবে ॥ কহিতে কথ্য আচম্বিতে করি । অমনি
চলিয়া পড়ে অবনী উপরি । ইতি মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ
র মুখে নাহি বাক । মর্ছাপন্ন জ্ঞান শন্য সকলে
অবাক ॥ কিহলেন বলি করে আত্মনাদ । সভা

শুদ্ধ ব্যাগু হয়ে ডাকে জগন্নাথ ॥ শুনহে অখি
 ল পতিএমন প্রকার। কিজনে হইলে বলঅজ্ঞা
 ন আকার ॥ উদ্ধব সৃবুদ্ধি বড় মনে বিচারিয়া।
 কণমূল রাধানাম অর্পিলেন গিরি ॥ মহামন্ত্র
 প্রভাবেতে শ্রীচরিতখন। জ্ঞানপথে শুদ্ধ হয়ে
 কহেন কথন ॥ শুনহে উদ্ধব আমি কহিষে তো
 মারে। কমলিনী মনে হলে মৃত ইচ্ছাকরে। ব
 থাধনজন মোরনর্য অকারণ। বৃথারাজ, বৃথাজী
 য়ে কিকরিএখন ॥ মনেহলে রাইরাজ প্রজাহতে
 চাই। নতব নয়ন মুদে শ্রীরাধা য়িাই ॥ রাধা
 কপ দিবানিশীদ্রপ্তে ভাবিয়। রাধাজপ রাধা
 তপ মন্ত্র উচ্চারিয়া ॥ প্রাণসখা বলিহে তোমার
 দারোদ্ধার কমলিনী বিনেমোর সব অন্ধকার ॥
 যদিবলে এখানে এরাজ্য কি কারণ। রোগীর ও
 ষধ মত আমার ধারণ ॥ নাকরিলে হিদেমের বা
 ক্যহয়নাশ। সর্বস্ব ত্যজিয়ে রাখিভক্তের মানন
 শুনিয়া উদ্ধব তথা অধোমুখ হয়। ইদ্ধব সংবাদ
 শ্রী জয়রাম কয় ॥ সমাপ্ত ॥

